আমার প্রতিদিনের শব্দ

সৈয়দ আলী আহসান

আমার প্রতিদিনের শব্দ

সৈয়দ আলী আহসান

লালন প্রকাশনী ॥ ২৬২ বংশাল রোড, ঢাকা-১.

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৮১
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

প্রকাশক
ওয়াদুদুল হক
লালন প্রকাশনী
২৬২ বংশাল রোড, ঢাকা-১

প্রচ্ছদপট
ডক্টর নওয়াজেশ আহমদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

মুদ্রক
ওয়াদুদুল হক
লালন প্রকাশনী
২৬২ বংশাল রোড, ঢাকা-১

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম সাত টাকা

সূচীপত্র

আমার প্রতিদিনের শব্দ (আমার সমস্ত চেতনা যদি) ১১
তা হলেইতো আমি জয়ী (আমার সব তুচ্ছ আশা যদি) ১৪
প্রতিজ্ঞা (কোথায় পৌঁছোবো জানি না) ১৬
অবশেষে ফিরে এলাম (অবশেষে ফিরে এলাম) ১৮
তোমার সংগে (মুহূর্ত উজ্জ্বল হল তোমার কথায়) ১৯
দেশে ফেরার পর (যখন কথা বলি মনে হয়—) ২০
বিশ্রাম (সমস্ত ঋতু এখানে একটি ঋতুতে সমাবৃত) ২৩
সৌন্দর্য (সমুদ্রের আলোর তরংগে) ২৪
সমুদ্র (তার চোখের পাতা স্বপ্নে ভারী হয়েছে) ২৫
কলকণ্ঠের অতীত (তুমি জীবনের অতীত নীরব হলে) ২৭
সময় পেলাম না (পদ্মায় অন্ধকারে দ্বীপ জাগবার সাড়া) ২৯
নিশ্চেতন অস্তিত্ব (নিয়মিত অসদ্ভাবে সময়ের যখন বিরতি) ৩১
আমার সময় (প্রাচীন দুর্গের কক্ষের শীতল অন্ধকারের মতো) ৩২
তোমাকে (যখন শীতল এবং দাহন মিলিত হয়) ৩৩
ব্যঞ্জনা (বক্ষের দুইটি বৃন্ত, হৃদয়ের দুটি চোখ যেন—) ৩৪
গতরাত্রে রাত্রির নগর (গতরাত্রে রাত্রির নগর) ৩৬
বেঁচে থাকা (রাত্রি নেই, দিন নেই) ৩৭
রবীন্দ্রনাথকে (হাঁসের সাদা পিঠের মতো) ৩৯
সম্পন্ন মানুষ এবং গান (অনন্তে বিকশিত আনন্দ) ৪১
বিদেশে সমুদ্র-তীরে (হৃদয়ের কৃপা নিয়ে) ৪৪
অনবরত (সময়কে বিগলিত নিদ্রার মতো ভাবলাম) ৪৬
নিমগ্ন মৈনাক (আমরা হয়তো বালুকা অথবা ধুলো) ৪৯
একাকী (সেখানে হৃদয় ছিল হয়তো বা আকাশের মতো) ৫২
অনেক ঘনিষ্ঠতায় (হঠাৎ ভালো লাগা আবার হয়তো) ৫৩
তুমি (তোমার মন এবং পদ্মানদী) ৫৫
রমণী (দিইনি কখনো তোমারে স্বপ্ন) ৫৬
তোমার দেহে আগুন (সূর্যের কাছে ভেসেছিলাম) ৫৮
আমার মৃতদেহ (সারাদিনের ক্লান্তি স্বপ্নে আমার সংগে) ৫৯

কি পেলাম (অনবরত সম্ভাষণে বিদায় বিচিত্র হল) ৬০
বৃষ্টির মধ্যে সে (এবং সে যখন বৃষ্টির মধ্যে তখন সময়) ৬১
কবিতা—১ (সেদিন রাত্রে চাঁদকে কুয়াশার মধ্যে) ৬৩
কবিতা—২ (অজস্র হাত উঠেছে আকাশে) ৬৪
কবিতা—৩ (প্রতিদিন কাঠের চৌকাটে পা রেখে) ৬৫
কবিতা—৪ (সমুদ্রের আলোর তরংগে) ৬৬

আমার প্রতিদিনের শব্দ

আমার মা-কে
দুর্দিনে যাঁর স্মৃতি আমার জন্য
অভয় এনেছিল

"আমার প্রতিদিনের শব্দ" কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন লেখা হয়েছিলো আর কয়েকটি কবিতা স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ফেরার পর। এগুলোর নাম—"আমার প্রতিদিনের শব্দ", "তা হলেইতো আমি জয়ী", "প্রতিজ্ঞা", "ঘরে ফেরার পর" এবং "অবশেষে ফিরে এলাম"। "আমার প্রতিদিনের শব্দ" কবিতাটির ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন লীলা রায় যা Quest পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। আর একটি ইংরেজী অনুবাদ করেছেন মেরিয়ান ম্যাডার্ন। মেরিয়ানের অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিলো অস্ট্রেলিয়ার Quadrant পত্রিকায়। কবিতাটির একটি ফরাসী অনুবাদ বিখ্যাত ফরাসী দৈনিক La Monde পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদটি করেছিলেন পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। "আমার প্রতিদিনের শব্দ", "তা হলেইতো আমি জয়ী" এবং "ঘরে ফেরার পর" এই তিনটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ শিবনারায়ণ রায় এবং মেরিয়ান ম্যাডার্ন কর্তৃক সম্পাদিত I Have Seen Bengal's Face নামক সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অন্যান্য কবিতাগুলির অধিকাংশই "সমকাল" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৬৩ থেকে ১৯৭০।

ঢাকা
আগস্ট ১, ১৯৭৪

সৈয়দ আলী আহসান

আমার প্রতিদিনের শব্দ

১

আমার সমস্ত চেতনা যদি
শব্দে তুলে ধরতে পারতাম—
জীবনের নৈমিত্তিক আচার,
অকুণ্ঠ অভিবাদন,
কখনও রহস্যের অস্পষ্টতা
আবার কখনও সূর্যের তাপ
এবং রাত্রিকালে সমস্ত সুন্দর
গাছের পাতার নিদ্রা
তমসার অবগাহন যখন
সময়কে গ্রাস করেছে
যখন নিশ্বাসের ছায়া
স্বচ্ছ কাচে কুয়াশা ফেলেছে
তখন আমার ভাষার শরীরে
প্রকাশের যে যন্ত্রণা
তা আমি প্রতিবার কবিতা লিখতে যেয়ে
অনুভব করেছি—
তার কেশে সমস্ত আকাশের মেঘ
তার নয়নে চিরকালের নদীর উদ্বেলতা
এবং বাহুতে প্রান্তরের বিস্তীর্ণ আশ্রয়
সে আমার প্রতিদিনের শব্দ।

২

বিষণ্ণ নির্জনতা যেখানে চিরদিন রাজত্ব করে
এবং লম্বা ঘাস বসে থাকে সিঁড়ির ফাটলে
চাঁদ, সূর্য, শীত, গ্রীষ্ম এবং তুষার
যেখানে দেয়ালের রং মুছে দেয়

কয়েকটি ইঁদুর যখন ছুটোছুটি করে
তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—
এ-পরিত্যক্ত অট্টালিকায় কে বাস করতো?
একটি সাপ তখন কোনো উত্তর না দিয়ে
সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়—
আমার ভাষার শব্দ
সময়ের অন্ধকারকে প্রকাশ করবার জন্য
আহত শরীর নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত
রবীন্দ্রনাথের প্রাচুর্য, সৌভাগ্য এবং আনন্দ থেকে
সে বঞ্চিত
হৃতশ্রী আমার শব্দ আজ সমস্ত ক্ষুব্ধ ইচ্ছার
উপমা হতে চাচ্ছে—
আমার প্রতিদিনের শব্দ।

৩

দ্বিখণ্ডিত শিশুর মৃতদেহ নিয়ে
অট্টহাস্যে যারা রাত্রির নীরবতাকে
ভয়াল করলো,
যারা আমার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করবে ভেবে
সকালবেলার শিশিরকে রক্তিম করলো—
(মাতৃদুগ্ধের মতো স্রোতস্বিনী
অজস্র শবের আর্ত দৃষ্টি নিয়ে
প্রবাহিত)
মধ্যযুগের অন্ধকারকে লজ্জিত করে
যে-সব সারমেয় তাদের করাল
দংষ্ট্রারেখায় আমাকে
আতুর করতে চাচ্ছে
আমার প্রতিদিনের শব্দে তাদের
ধ্বংস উচ্চারিত হোক,

মাতৃভূমি আমার, আমার সপ্রেম
অনুরাগকে যারা কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে
আমার অজেয় শব্দে—
তাদের সর্বনাশ চিহ্নিত হোক—
আমার প্রতিদিনের শব্দ।

৪

ভয় থেকে উন্মাদ উদ্দেশ্যহীন পলায়ন
যখন আর সম্ভবপর হচ্ছে না
যখন রুদ্ধশ্বাস জীবনে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা নিয়ে
আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
আর রাত্রির অন্ধকারে দেখছি
আকাশ থেকে এক একটি তারা খসে পড়ছে
এবং অসহ্য একটি স্তব্ধতায়
আবেগের সমস্ত তরঙ্গগুলো
অশ্রুতে হারিয়ে যাচ্ছে,
তখন আমার শব্দে নতুন বিস্ময়ের উন্মোচন ঘটুক—
আমার প্রতিদিনের শব্দ॥

তা হলেইতো আমি জয়ী

আমার সব তুচ্ছ আশা যদি
শব্দের সৈকতে নামে,
যদি আমার পরিপূর্ণ দৃষ্টি
একটি শস্যকণার আবরণকে
বিদীর্ণ করে,
এবং আমার নীরবতা
তোমার হৃদয়ে উদ্ভাবনা জাগায়,
তা হলেইতো আমি জয়ী—
একটি অকালকে ফেলে দিয়ে
নতুন প্রত্যূষের লগ্নকালে একজন
বিজয়ী পুরুষ।

আমার চোখ যদি সমুদ্রের নীলকে
ধারণ করে,
যদি পাহাড় থেকে ঠিকরে-পড়া
সূর্যের আলো
আমার বাহুতে নামে
এবং আমার শরীরের তাপে
তুমি উষ্ণতায় পরিত্রাণ পাও,
তা হলেইতো আমি জয়ী--
ব্যক্তিগত সকল দুঃখকে ভুলে
একটি তরল নিমীলিত আনন্দে
একজন বিজয়ী পুরুষ।

আমার সব সম্ভার যদি
মাটিতে ফেলে দিই

ছায়ারা যেভাবে শুয়ে থাকে মাটিতে
সেভাবে সব ইচ্ছাই যদি মাটিতে
শরীর গড়ে
এবং আমার যন্ত্রণায়
তুমি যদি উর্বরা হও,
তা হলেইতো আমি জয়ী—
একটি সময়ের সচকিত সম্ভারে
নতুন কার্যকালে একজন
বিজয়ী পুরুষ।

কখনও রাত্রিতে প্রদীপের আলো যদি
তারার আলোর চেয়ে ভালো মনে হয়,
যদি ঘরের সব ক'টি বাতি জেবলে
রুদ্ধদ্বার অন্ধকারকে উপহাস
করতে পারি
এবং উচ্চকিত কথায়
তোমাকে বিহ্বল করতে পারি,
তা হলেইতো আমি জয়ী,
রাত্রির কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে
স্বপ্নকে ফুলে ফুলে ছড়িয়ে দিয়ে
আমি একজন বিজয়ী পুরুষ।

একটি অকালকে ফেলে দিয়ে
নতুন প্রত্যুষের লগ্নকালে
একজন বিজয়ী পুরুষ॥

প্রতিজ্ঞা

কোথায় পৌঁছোবো জানিনা, শুধু
যাত্রাপথ আছে,
ধ্বনি-তরংগ আছে—সুস্পষ্ট উচ্চারণ নেই—
একটি ঐক্যের সন্ধান করছি—
শরীরের এবং হৃদয়ের।

বৃষ্টির দিনে খেজুর গাছের পাতার আড়ালে
একটি একাকী কাকের মতো
শত্রুর গোলাবর্ষণে বিপর্যস্ত সময়ে
একটি খাদের মধ্যে অপেক্ষা করছি।

আমার কল্পনায় একদিন হরিণ
ঘাসের গন্ধ মেখে আলোকিত নিশীথে
অনেক লাল এবং সবুজের প্রার্থনা নিয়ে
সচকিত দৃষ্টিপাত করেছিলো ;
আজকের রাতে ধানক্ষেতে আগুন জ্বলছে
বারুদের গন্ধে সময় উৎকণ্ঠিত
সবুজকে স্পর্শ করতে যেয়ে
করাংগুলী মানুষের রক্তে লাল হলো।

একদিন দেখতে চেয়েছিলাম
যারা কাজ করে তাদের কর্মব্যস্ততা
বাতাসে সাড়া তোলে কিনা—
করাতে সেগুন কাঠের গন্ধ
চোখের মেঘের মতো সিমেণ্টের ধুলো
গাছের পাতা ছুঁয়ে দিনের আলো
নতুন জন্মের মতো সমস্বর।

আজ ভুলে গেলাম
কি দেখতে চেয়েছিলাম,

হারিয়ে গেলাম
সর্বনাশের কলস্বরে—
বীভৎস করাল বন্যমূর্তিগুলো
মধ্যযুগের অন্ধকার ছুঁয়ে বেরিয়ে
এসেছে
পাহাড়ের আড়ালে ছায়া নেমেছে, ছায়ায় আমরা
গাছের পাতায় হেলমেট ঢেকে
প্রকৃতির শরীর হয়ে
শত্রুর অপেক্ষায় উৎকর্ণ।

বাইনোকুলর চোখে লাগিয়ে
দূরপথ, বনভূমি, পাহাড়ের চূড়া
লক্ষ্য করছি—
অসম্ভব নির্জন চতুর্দিক—
মানুষ নেই, কুকুর নেই, পাখী নেই ;
অন্ধকারের মতো যে অত্যাচার নেমে আসছে
তাকে বাধা দেব
তাই আমরা অপেক্ষা করছি।

অশ্রুহীন নির্মম প্রতিজ্ঞায়
আমি অপেক্ষা করছি
একদিন যে জীবনে বাতাস, বৃষ্টি ও সূর্য ছিলো
আজকের ধ্বংসস্তূপের উপর
সে জীবনকে আবার
দীপ্যমান করবো।

অবশেষে ফিরে এলাম

অবশেষে ফিরে এলাম।
পথহীন ঘন অরণ্যের মধ্যে হেঁটেছি
এবং সুদীর্ঘ আবর্তিত পথে—
সুদীর্ঘ চরণচিহ্নহীন পথে।

এবং এখানে আমি গল্প বলছি—
কোথায় ছিলাম,
এবং কেন,
এবং কি অবস্থায়?
যখন বাতাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াই
একটি সাড়া কানে বাজে—
পরিত্যক্ত সময়ের সাড়া,
যখন আমার পৃথিবী ধুলো হয়েছিলো
এবং অনির্বাণ আগুন;
গাছ থেকে আলো সরে গিয়েছিলো,
এবং অনেক মৃত মানুষ ছিলো নদীতে
এবং বনভূমিতে—
এবং আরও অনেক মানুষ শুধু হাঁটছিলো
অনবরত হাঁটছিলো।

অবশেষে ফিরে এলাম।
একটি নতুন হৃদয় পেয়েছি
জীবনের কোমল কম্পনকে ধরে রাখবার জন্য;
এখানে যদিও কেউ নেই—
তুমি নেই অথবা অন্য কেউ,
কিন্তু আমার সব কিছু আছে—
সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে
আমি আমার স্বদেশকে পেয়েছি।

তোমার সঙ্গে

মুহূর্ত উজ্জ্বল হল তোমার কথায়,
এবং তোমার সঙ্গে একাকী থাকা—
নক্ষত্রের দীপ্তিতে একটি নির্জন গাছের ছায়া।

এখন আমি যখন অকস্মাৎ দেখলাম আমাকে
পরিচিত আমি নই, একজন সম্পূর্ণ ভিন্ন পুরুষ
যার ইচ্ছেগুলো গোপন মমতায় বিগলিত হয়
তোমার শরীরের লাবণ্যে—তখন অনুভূতি শুধু
নির্জন দীপের বাতাস অথবা অন্ধকারে
সমুদ্রের কল্লোল অথবা পাহাড়ের চূড়ায়
শীতল দিবালোক।

তোমার চোখের কামনা বিনয়ে অর্ঘ্য হয়েছে
এবং তোমার সঙ্গে একাকী আমি—
আনন্দের উপঢৌকনে একটি প্রস্ফুটিত শতদল॥

দেশে ফেরার পর

যখন কথা বলি
মনে হয়—
একটি ছোট্ট পাথর রাত্রির নীরবতাকে
শাসন করছে।
মানুষ এখানে তার দিনরাত্রিকে ভয় করেছে
অস্বীকার করেছে জীবনকে
এখানকার প্রতিটি গৃহকপাট, ইট,
দরজার শিকল ছিলো ত্রাসের ;
একটি অসহায় অবরুদ্ধতায়
প্রতিবাদকে শুধু হৃদয়ে লালন করেছে—
যদি কখনও সময় আসে
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে আবার
হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনবে।

নদী বয়ে যায়
ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে
অস্পষ্ট আলোয়
প্রান্তরে শ্মশানে অজস্র বিকৃতির মধ্যে—
সূর্যের আলোয় যখন
অকস্মাৎ নদীর বুক উজ্জ্বল হয়
একটি আর্তনাদের মতো সে কাঁপে
গলিত শবদেহ ধারণ করে।

মানুষ এখানে সারারাত
বেদনা দিয়ে অন্ধকার গড়েছিলো
শুনতে চেয়েছিলো
প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর—
অপেক্ষা করেছে বাতাসের জন্য
যদি আম গাছের পাতায় সাড়া জাগে

ছিন্নমূল উৎপাটিত বৃক্ষের মতো
তার সমস্ত আশা
অন্ধকারের নীরবতায় হারিয়ে গেল।

যে বৃদ্ধ তার সন্তানের যৌবনের মধ্যে
বেঁচে থাকবে ভেবেছিলো,
আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলো,
"আমি চলে যাব কিন্তু আমার ছেলে
নতুন করে ভূমি কর্ষণ করবে—
নতুন রক্তের তাপ তার শরীরে, সে
আমার ভবিষ্যৎ।"
সে যখন সন্তানকে তার সামনে
নিহত হতে দেখলো
তখন শূন্যতায় অবক্ষয়ে
সে বেদনায় ভাষা খুঁজে পেলনা
গাছের বাকলের মতো
অনেক বছরের রেখাগুলো
যার মুখে,
যে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের জন্য
সহজ নিয়মিত মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলো,
একটি অকস্মাৎ হত্যার শিকার হয়ে
সে কোনও দীর্ঘশ্বাস
রেখে যেতে পারলো না।

যদি কোনও নক্ষত্র থেকে হৃদয় পেতাম—
আশা ও আশ্বাস
উঁচু পাহাড়ের শিরোদেশে দাঁড়িয়ে
পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলতাম,
"অন্ধকারে হারিয়ে যেওনা,
অপেক্ষা কর—
অজস্র ঘৃণা তোমাকে নতুন সম্পদের
অধিকারী করবে।"

কিন্তু বলতে পারিনি.
কেননা নক্ষত্র আমাকে হৃদয় দেয়নি,—
আমি শুধু অসম্ভব ধ্বংসের মধ্যে
একটি নির্যাতিত চৈতন্য।

জীবনকে দেখেছি মৃত্যুর শাখায়
একটি ফলের মতো—
পাহাড়ে, সমতটে, শস্যভূমিতে আগুন ;
মানুষ জড়ো হয়েছে
গাছের ছায়ায়, পাহাড়ের ছায়ায়,
তাদের শব্দহীন কান্না
ঝোপের আড়ালে কুয়াশার মতো
নিরুদ্ধ মধ্যরাত্রিতে তাদের ইচ্ছেগুলো
ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে
আকাশে হারিয়ে গেল।

পলাতক, হৃত-সর্বস্ব হারিয়ে-যাওয়া
মানুষ
নিজেকেই চিনতে পারছেনা।
আপন আত্মার সঙ্গে তার আজ অপরিচয় ;
শুধু দেশ-সীমানা পেরিয়ে
এক অন্তবিহীন পথে
সে পা রাখবে ঃ

ধীরে ধীরে নিমীলিত নয়নের মতো
ছায়া নামে, সন্ধ্যা আসে--
দিনের শেষ সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে আসা
ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে যায়—
ঘরে ফিরে এসে একা একা ভাবি—
সত্যের কলকণ্ঠ কি কখনও শুনবো ?
আমার দেশের ধূলিকণা কি
ন্যায়-বিচারের দাবী জানাবেনা ?
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচূর্ণ হাড়গুলো
কখনও কি সান্ত্বনা পাবে ?

বিশ্রাম

সমস্ত ঋতু এখানে একটি ঋতুতে সমাবৃত
অনাবিষ্কৃত অঞ্চল যা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে
শাসন করে
এবং সাজিয়ে দেয় একটি রক্তিম পদ্মে
যে-পদ্ম কোনও একটি ঋতুর নয়
কিন্তু সকল ঋতুর।

মনে হয় কত অতলে গাছের শিকড়
নেমে গেছে
নির্জন গাছগুলো নতুন করে
শাখা মেলেছে
অপরিচিত সব পাখীরা একসঙ্গে
কলরব তুলেছে
পাখা ঝাপটাচ্ছে—
এখানে গ্রীষ্ম নেই,
শীত নেই—
কিন্তু জীবন ও মৃত্যু থেকে
সমদূরবর্তি
একটি বিশ্রাম আছে॥

সৌন্দর্য

সমুদ্রের আলোর তরঙ্গে
কত শঙ্খ-ঝিনুক
বালুকা-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে
তারা আর পথ খুঁজে পায়না.
যদি তারা লতা হতে পারতো
অথবা গাছ
অথবা পাহাড়
যে পাহাড় আকাশের মেঘে
হারিয়ে যায়—
যার মাটি পুরোপুরি পাথর হয়নি
শাবল দিয়ে খুঁড়লে যে-মাটি
একটি গন্ধের প্রসন্ন সময়
বাতাসে ছড়ায়।

যে সব পুরুষ এবং রমণীরা
এখনও জন্মগ্রহণ করেনি
তাদের জন্য একটি প্রত্যাসন্ন
প্রবোধ—
সব সৌন্দর্যই একটি নিমীলিত
বীজের মতো
কখনও লতা হবে—
কখনও হয়তো অনেক
শাখার গাছ॥

তার চোখের পাতা স্বপ্নে ভারী হয়েছে
যেন তা অবিচল নিদ্রার গবাক্ষ,
তার পা সৈকতে সমুদ্রের পানিতে
ভিজলো
এবং তার হাত উঠলো সমুদ্র থেকে
প্রবাল এবং উজ্জ্বল লবণ নিয়ে।

কুয়াশা-অস্বচ্ছ সৈকতে সে তার
প্রবাল এবং লবণ রাখলো
যতক্ষণ না বৃষ্টি শতধারায় পড়বে
সে তার সঞ্চয় বিলিয়ে দেবে
জেলেকে নাবিককে
যারা কথা বলবেনা।

তারপর তাকে আর দেখা যাবেনা
শুধু তার চুল বিশৃঙ্খল
কাঁপবে বাতাসে
মাটি থেকে মুক্ত সমুদ্র-গুল্মের
গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড়ের মতো
এবং সম্ভবতঃ লবণের কণার মতো।

•

একসঙ্গে পা-ফেলার মতো
অনেকগুলো সাদা ঘোড়া—
ফেণায় বুদ্বুদে উচ্ছ্বাসে
সৈকতে ভাঙলো.

মেঘ-ঘন ঊষায় অপরাহ্নে
বক্ষের রক্তিম বিন্দু
প্রবাল লবণের সঙ্গে মিলিয়ে
ছড়িয়ে দিলো অন্তরঙ্গ
নির্জনতায়,
আর তাই সমস্ত আদিম নাবিক
নিরাবরণ একনিষ্ঠতায়
তার সঞ্চয় কুড়িয়ে নিলো—
কথা বললোনা!!

কলকণ্ঠের অতীতে

তুমি জীবনের অতীত নীরব হ'লে
যখন সন্ধ্যায় কণ্ঠস্বরে ঝড় উঠ্‌লো,
অক্ষর-বিচিত্রিত ধ্বনির মোহানায়
যেখানে ভঙ্গুর শব্দ-চূর্ণের উচ্চরোল,
সংলাপে অসাম্য হৃদয়—
সন্তানের কামনায় রমণীর নিঃসঙ্গতার মতো
সকল নায়ককে অস্বীকার ক'রে
তুমি অকস্মাৎ নীরব হ'লে।
পূর্ণ বাক্য অথবা অবাধ মুকুলিত বাণী
অথবা অনেক গভীরে একটি সচল আর্তনাদ
আঙ্গুলে চুম্বন ছুঁড়ে দেওয়ার মতো
হৃদয়কে সচকিত করা—
তুমি সহসা শীতের পত্র-ঝরা গাছ হ'লে
অথবা মধ্যযুগের জীর্ণ অনির্ণেয় মন্দিরের
প্রকোষ্ঠ
যেখানে অন্ধকার যেন কখনও
শেষ হয় না
তুলোট কাগজে যার বর্ণনার স্বাদ গন্ধ—
অকস্মাৎ আমার ধ্বনির শতকণ্ঠে
একটি সত্য উচ্চারিত হ'ল—
মোহহীন শূন্য হৃদয়
মৃত্যুর জন্য সহজেই নিমন্ত্রিত।
শিশিরের মতো হাত
সন্ধ্যায় আমার কপাটে
কলকণ্ঠ কালোচুলের বন্যার নিমগ্নতায়,
একটি অথবা তিনটি তারার অনির্ণেয়
উপকূলে,
সময়ের অনেক পরিসরে
হৃদয়েরে পদচারণ ছড়িয়ে গেল।

বসন্ত একদা গভীর সবুজের কলরোলে
আমাকে সন্তানের অধিকার দিল
আমি শক্তি, সৌজন্যে, বেদনায়
রৌদ্রের ধ্যানে নতুন স্বাদে জাগলাম।
পুষ্পের অতলে কুহকে
স্নায়ুতে রক্তের সাড়া,
রমণীর তাপ বেদনায় আনন্দ হল।
সম্ভ্রমে বিকশিত বাহু
একটি অনেক সর্গের মহাকাব্য।
এখন ক্রমান্বয়ে শিশিরের ললাট
স্নিগ্ধ অন্তরালে মৃত্যুর জন্য—
প্রতীক্ষা
একটি প্রয়োজনের প্রত্যাশায়
অন্ধকারের দরজা খুললাম॥

অকস্মাৎ একটি স্রোতের মতো
আনন্দিত সূর্যের রূপায়,
অস্থির তরলতায়
স্বপ্নের উপঢৌকন
তরল শিলা
আগ্নেয় বিকীর্ণ প্রসারে
তাপের পালক
লজ্জা-শেষ অভিচারিণীর আনন্দে—
দৃষ্টির যে উৎসাহ
জীবনের সংশয়ের এবং
রৌদ্রের স্মারক—
ক্রমান্বয়ে বিচলিত তরল শিলা
মৃত্যুতে গত হ'য়ে
শীতল শান্ত পৃথিবীর ত্বক হ'ল,
পৃথিবীর প্রয়োজনে
এ-ভাবেই আমাদের মৃত্যু
বিস্ময়ে, দৃষ্টিতে, অশ্রুর বিনয়ে॥

সময় পেলাম না

পদ্মায় অন্ধকারে দ্বীপ জাগ্‌বার সাড়া
আমাদের ঘুমের মধ্যে, তাদের ঘুমের মধ্যে
আবার একটি পাড় ডুব্‌লো।
কত শংখ ঝিনুকে নাম লিখ্‌বো
ভেবেছিলাম •
দিনের নাম, আমার, সময়ের, ভূমির
এবং ছুঁড়ে ফেল্‌বো পানিতে
অন্ধকারে দ্বীপ জাগ্‌বার সময়।
কিন্তু কেমন এক শিথিলতায়
ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম
একটি অচলিত প্রেম
পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে
চোখে নাম্‌লো
একটি উৎক্ষিপ্ত ধূলায় বিস্মৃতিতে—
সময় শেষ হ'ল।
এতদিনের জাগরিত তটপ্রান্ত
ডুবলো পানিতে বাতাসে ছায়ায়
অবিশ্বাসে পাথরের টুকরোগুলো
শব্দ করলো
আমি শংখ ঝিনুকে নাম লিখবার
সময় পেলাম না।

ছায়ায় বিচলিত হ'য়ে যদি স্তব্ধ হই
হত্যার সুযোগকে যদি আমন্ত্রণ জানাই
পাপের শিকল পায়ে নিয়ে
বালুতে রেখা আঁকি,
আমি তখন ইতিহাসের উচ্চারণে—
স্বাধীনতা না মৃত্যু?
যেখানে শূন্যতায় বিলম্বিত ঔদার্য

হাত বাড়িয়ে একটি অতলতায় রাত্রি
দুঃখবোধ নেই, উচ্চাশার দাহ নেই—
তখন একটি নীরব রমণী
জন্ম-সাধনাহীন রিরংসার উত্তাপে
একটি অরণ্যে আমাকে ডাক্‌লো
আমার শুধু প্রতিবাদের যুক্তি আছে,
সম্মোহিত একাকারে মৃত্যুর সম্মোহন আছে
কিন্তু আদমের প্রথম পুত্রের মতো
মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার
কৌশল নেই—
পৃথিবীর অবিরল পদক্ষেপে
হৃদয়কে হাতের মুঠোয় নিয়ে
আকাঙ্ক্ষাকে জানবার সময় পেলাম না।

নিশ্চেতন অস্তিত্ব

নিয়মিত অসদ্ভাবে
সময়ের যখন বিরতি
অর্থাৎ সংকুচিত হৃদয়ের দ্বিধাগতি
অনবগুণ্ঠিত সে-সময়ে
অকস্মাৎ কি কৌশলে
যে পুরুষ আনন্দিত
তাকে দেখি ইতস্ততঃ
কর্মে, বিশ্রামে, ঘাসে, নদীতীরে ;
বাতাসের ডানায় এবং আমাদের
নিঃশ্বাসে
আমি পলায়নের চেষ্টায়
একান্তে অনন্যনির্ভরতা চেয়ে
শুধু এক কল্পনার আকাশকে
পেলাম—
যেখানে পাখী নদীর মতো
নারী মেঘের মতো
এবং দৃষ্টি অনেক গাছের পাতা
কিন্তু আমার কর্মে
নিঃশংক নিষ্ঠুরতা
তাই এখন সব কিছু নিয়েই জাগলাম
আশ্রয়ে নিরাশ্রিত
আনন্দে নিঃশেষিত
অনবরত অসদ্ভাবে
অনেক বৈলক্ষণ্যে
একটি নিশ্চেতন অস্তিত্ব।

আমার সময়

প্রাচীন দুর্গের কক্ষের
শীতল অন্ধকারের মতো,
আমি সময়ের স্বাদ হারিয়েছি—
মনে হয় না আরম্ভ ছিলো কখনও
সমুদ্রের তরঙ্গের যেমন আরম্ভ নেই,
অথবা যেমন উচ্চারিত কণ্ঠস্বরের
কোনও সূচনা নেই
অথবা পিপীলিকার খাদ্য সংগ্রহের
যেমন কোনও ধারা-ব্যতিক্রম নেই
অর্থাৎ ইতিহাস নেই।

শীতল অন্ধকারে আমার সময় যেন
প্রাচীন স্তম্ভের মতো
যার তলদেশে অনির্ণেয় বুদ্বুদ—
এক জীর্ণ দেবতার স্থাবর সত্তা
যে পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদকে ব্যঙ্গ করলো
কেমন এক নিষ্করুণ গুহার মতো
সে সময়কে কবর ক'রেছে ;
ক্রমান্বয়ে উত্তোলিত অন্ধকারে
মুমূর্ষু চেতনায় আমার সময়
আদিম জন্তু হ'ল।

তোমাকে

যখন শীতল এবং দাহন মিলিত হয়,
যখন কামনা এবং লালসা বিলীন হয়,
যখন সকল আশাই মোমের মতন গলে,
তখন তোমার পথ হবে ঘাস
নরম পাথর যেন।

নারকেল শাখা যখন কাকের পাখা,
বৃষ্টি-বিকেলে তুমুল ঝড়ের অট্টরোল
যখন একাকী বিনয়ের মতো লতা
তখন তোমার প্রহরে প্রহরে
স্মরণ কেঁপেছে যেন।

প্রণয় যদিবা দ্বীপের মতন একাকী হয়,
অথবা পাহাড়ে তুষারের মতো মৃত্যুময়,
যখন শব্দ উপলের মতো বৌদ্ধগান
তখন আমার নির্ণেয় দিনে
বন্যার মতো চুল।

তুমি হৃদয়ের অবিশ্রান্ত কম্পিত গতিবিধি,
অথবা চোখের দৃষ্টির মতো সুরসাম্যের গান,
অথবা কাতর মাছের মতন চকিত অন্তরাল
আমার বয়সে তোমাকে পেলাম
একমুঠো যুঁইফুল।

বক্ষের দুইটি বৃন্ত
হৃদয়ের দুটি চোখ যেন—
একটি আশ্লেষ নিয়ে
তরঙ্গিত নীলাম্বরে চেয়ে
সময়ের অভিঘাতে
রক্ত আর আনন্দের গান।

মসৃণ কাচের মতো
চমৎকৃত উজ্জয়িনী যেন—
অনাবৃত আশ্চর্যের
অতীতের পথ বেয়ে বেয়ে
দুইটি বিন্দুর স্বাদ
রহস্যের উজ্জীবিত দান।

গভীর রাত্রির কক্ষে
উচ্চকিত নির্দেশের মতো—
লীলাময় তারাদল
যখন গোপন গৃহে যায়,
উরুসন্ধি সংযোগের
উৎসাহিত যখন সংলাপ,

তখন বৃন্তের ছায়া
মৃত্তিকার আশ্রয়ের মতো—
মৃণাল-সময় ছুঁয়ে
যেন এক অন্ধ ইশারায়
সৃষ্টির প্রথম সত্যে
দৃষ্টিময় সমস্ত উত্তাপ।

হরের ডম্বরু হ'য়ে যার ক'টি
একমুঠো হয়
ক্ষীণমধ্যা সে-নায়িকা মধ্যযুগে
কবিতার সুর,
হৃদয়ের ভারে যার নুয়ে-পড়া
শিথিল চেতনা—
অতল তরঙ্গ যেন বিস্ময়ের
নিতম্ব মেখলা॥

গতরাত্রে রাত্রির নগর

গতরাত্রে রাত্রির নগর
অনামাঙ্কিত হোল,
শিশির হয়তো তখন গাছের পাতায়
নক্ষত্র হয়েছে—
যখন রাত্রি নিমজ্জমান রমণীর
আকুল কেশগুচ্ছের মতো
বিলুপ্ত অন্তরালের অস্পষ্ট ইচ্ছার খেলায়
হৃদয়কে সরীসৃপ ক'রে
তোমাকে প্রশ্ন করলাম,
'অর্থের সংগতি নিয়ে এই যে তোমার
নির্ভাবনাময় অভিসার
সেখানে কি সর্বনাশের প্রকল্প নেই?'
'আধুনিক কালে যখন বিশ্রামও কর্মের দোসর
যখন হৃদয় নিভৃত প্রকোষ্ঠে কলগুঞ্জিত হয় না
যখন অবসর-আবিষ্কারের বিস্ময় নেই
সেখানে অভিসার একটি স্বভাব।'
আমি বললাম, 'তুমি তোমার স্বভাবের অনিবার্যতায়
যন্ত্রণাকে হারিয়েছে।'
'আসন্ন মৃত্যু যেখানে প্রতিমুহূর্তে
পৃথিবীর ললাটলিপি
সেখানে নিষ্প্রাণ গতানুগতিকতায়
একটি অভিসারের খেলাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।'
'এখন পৃথিবীতে প্রথম প্লাবনের নূহ যদি ফিরে আসেন
এবং আবার একটি প্লাবন দেখেন—
তিনি আর নৌকো খুঁজে পাবেন না।'

অনেক ঘনিষ্ঠতায়

হঠাৎ ভালোলাগা আবার হয়তো
নিস্পৃহ থাকা
পৃথিবীর অসংশয়িত সঞ্চয়ে
কারো প্রতি অবিচার না করা
অতিরিক্ত বন্যাও নয়, না অতিরিক্ত আগুন
হাতের মুঠোয় ধানগাছ ধরার মতো
এক আশ্চর্য প্রগলভতা—

জীবনের প্রান্তর অথবা সূর্যের মাঠ
অথবা অবাক রাত্রিতে তারার পালক
অনেক রঙের আকাশ-সমুদ্র
যেখানে কণ্ঠস্বর অনেক কণ্ঠস্বর
এবং হয়তো শুধুই কণ্ঠস্বর
সবুজের নির্ভরতায় শিশিরের শরীর
পৃথিবীর সব কিছু
এক দুই তিন অনেক গণনায়
একবার প্রবাল, আর একবার বৃষ্টি
হঠাৎ একবার বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি
অপরিসীম ঘনিষ্ঠতায় চৈত্রের শালবন
এবং অপর্যাপ্ত শালিক চড়ুই

অপরিহরণীয় কোনো রাত্রিতে
যদি জেগে উঠি
অপ্রমেয় আনন্দের বিভব নিয়ে
তা হলে আমি তার সভাকবি
হব না—
সমস্ত পরমাণুর নিবিড়তায়
আমি পাথর হব

হয়তো আগামী জন্মে
(যদি জন্মান্তর থাকতো)
আমি গাছের পাতা হ'তাম
অথবা পাতার মতো প্রজাপতি
কিন্তু এখন অন্ধকার রাত্রির
নিশ্চিন্ততায়
অনেক প্রাণের নিবিড়তায়
আমি একখণ্ড পাথর
আকাশে মাটিতে প্রকৃতির ঋদ্ধিতে
অজস্র প্রাণের নিবিড়তায়
এবং ঘনিষ্ঠতায়
আমি পাতা অথবা পাখী
অথবা গান না হ'য়ে
একখণ্ড পাথর হয়েছি॥

তুমি

তোমার মন এবং তুমি
পদ্মানদী
অনেক নৌকো, ভাঙা কথা
কল্পনা
তোমাকে ছুঁয়ে গেছে
এবং হয়তো জ্ঞানের অনেক
প্রদীপ
কখনো মাটির গন্ধ
কখনো ভেজা-পাট
কখনো কাঠের
এবং হয়তো অনেক গল্প
সমুদ্রের
অনেক জাহাজ ডুবলো
অনেক আর্তনাদ
অনেক চাঁদ অতলে হারালো
কিন্তু চিরকাল তুমি নিশ্চিন্ত
প্রশ্রয়ের গান
পরিহার্য একনিষ্ঠতার অট্টহাস॥

রমণী

দিইনি কখনো
তোমারে স্বপ্ন
যার সংরাগে
আমারে চিনেছ,
বিভাজিত ছায়া
সর্ব হৃদয়—
আমিতো স্বপ্ন দেখিনি।

যে অচেনা তুমি
ছড়িয়ে রেখেছ
স্নায়ুতটে আর
দেহের ভাষায়,
তার সংগ্রহে
সময় সবাই
উষালগ্নের শেষে।

বক্ষবৃন্তে
দুটি কালো চোখ
হঠাৎ যেন বা
দেহের সাগর,
আমার তোমার
বক্ষে আকুল
যেন বা কুসুম,
ছায়ায় বাতাসে
তোমার চলায়।

লঘুভার দেহ
ছড়ালো রাগিণী,

কেশের আড়ালে
মেঘ হয়ে এলো,
সংযোগে সেই
সময় উতল,
তার বেদনায়
একটি আবেশে ভাসা।

সীমারেখা নেই
ভিত্তিবিলীন,
অসংশয়ের
নিশ্বাস-গতি,
বাতাসের সাড়া
আমি আর তুমি
একাকারে নিঃশেষ।

স্পর্শের তাপ
তোমার ওষ্ঠে
সিক্ত রসনা
নিষ্ঠুর রাত ;
নগ্ন কণ্ঠে
সচকিত কল্লোল।

তুমি রেখে গেলে
অনেক সাগর,
খর-তরঙ্গ,
শিরায় প্রদীপ,
সিক্ত শোভায়
দেহের গভীরে
উচ্চারণ॥

তোমার দেহে আগুন

সূর্যের কাছে ভেসেছিলাম,
চাঁদের কাছেও,
সমস্ত মেঘ সংবাদ নিয়ে এসেছিলো।
এক সময়ে অতর্কিতে সমুদ্র শব্দ করেছিলো,
পোতাশ্রয়ের জাহাজগুলো
মোহানা ছেড়ে অতল বারিধির
কল্লোল শুনছিলো।
আমাদের দেহ মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলো
ঘাস-মাটি-সাগরের গন্ধ নিয়ে
অসম্ভবকে দেখেছিলাম—
তোমার নিঃশ্বাসে রক্তের প্রজাপতি ভেসে এলো
তরঙ্গিত পদক্ষেপে হরিণ এলো,
তুমি আমার আশ্রয়ের সরোবর হলে।
সে-সরোবরে আদিগন্ত আগুন।
অনির্বাণ বিস্ময়ের সাগর তুমি—
বিস্ময়ের, বিক্ষোভের, প্রবাহের।
অনন্ত-বয়সী পৃথিবীর অধিপতি আমি
তোমার নিরাবরণ তরঙ্গকে স্পর্শ করেছিলাম।
একটি ক্রুদ্ধ পাখীর পক্ষ-সঞ্চালনের মতো
তোমার বক্ষ কম্পমান,
আমি তখন সূর্য হয়ে
তোমার আতপ্ত দেহে আগুন জ্বেলেছি।
একটি সংলগ্ন ইচ্ছায় প্রেমকে
আকাশ করেছিলাম,
এবং তার ছায়ায়
সরোবরে যখন আগুন জ্বললো,
তখন আমার শব্দহীন চিন্তাগুলো
মাছ হয়ে তোমার চুলে খেলা করলো,
একটি বিচ্ছুরিত আলোর চৈতন্যে
তোমার চোখে কথা দেখলাম॥

আমার মৃতদেহ

সারাদিনের ক্লান্তি স্বপ্নে আমার সঙ্গে
দেখা ক'রতে এলো ঃ
রাতের ঘনিষ্ট অন্ধকারে স্বপ্ন দেখলাম—
ভীষণ সমুদ্রের প্রান্তরে
এবং দিগন্তের বিহ্বলতায়,
একটি আকাশের তাপদগ্ধতায়,
গোপন পরিচয়ের নির্জনতায়,
ভয়ে, বেদনায়, মৃত্যুতে
আমার মৃতদেহ আমাকে অনুসরণ করলো—
আমি পর্বতচূড়ায়, উপত্যকায়,
সৈকতে, অন্ধগুহায়,
বিশৃঙ্খল পদক্ষেপে
অসম্ভব ভয়ে আত্মগোপনের
আশা করলাম,
কিন্তু পৃথিবীর পুঞ্জীভূত ক্লান্তিতে
ক্রমান্বয়ে নিশ্বাস বন্ধ হ'ল
চারিদিক থেকে আমার মৃতদেহ—
হাহাকার অট্টহাস্যে আমাকে
ঘিরে দাঁড়ালো।
সমস্ত পুরাতন কণ্ঠস্বর শুনলাম—
তৈল-প্রদীপের, গৃহ-চূড়ার, নবজাতকের, নারীর
তাদের—যারা মরতে চায়নি ;
প্রত্যাবর্তনের শব্দ শুনলাম
যাদের মৃত্যু একাকার হ'য়ে
আমার মৃত্যু হ'ল,
সকলের মৃতদেহ আঘ্রাণ করলাম,
তাদের জীবিতকালের কণ্ঠস্বর
আবৃত্তি করলাম।

কি পেলাম

অনবরত সম্ভাষণে বিদায় বিচিত্র হ'ল,
নির্বাচনের প্রতিরোধে একটি মাত্র কণ্ঠ
শ্যামলে উচ্চকিত হ'ল,
দেহের বেদনায় একবার বার্চ, এল্‌ম,
অনেকবার সিগারেটের ধোঁয়া,
একবার গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দ,
হোটেলে অন্তরাল নিয়ে শূন্য হ'লাম।

শূন্যতায় কি পেলাম—গান না শব্দ?
না কোন এক শতাব্দীর ইতিহাসের
নিমীলিত চোখ?
না সিক্ততায় মোক্ষণ কোনও এক
একাকী রাত্রে?

হৃদয়ের তাপ কি বিশ্বাসে আসবে?
না হঠাৎ দেহের স্বাদ-গন্ধের মধ্যে—
স্বপ্নের পদক্ষেপে যেখানে দয়িতা
পাখী হ'ল, লাল-নীল রং হ'ল—
পাহাড় থেকে প'ড়ে যাবার অনুভূতিতে
শুকনো পাতা হ'ল?
আমি বিসদৃশ শয্যার চিন্তায় কিছুই পেলাম না,
এবং হঠাৎ যতটুকু পেলাম—
কি পেলাম?

বৃষ্টির মধ্যে সে

এবং সে যখন বৃষ্টির মধ্যে তখন সময়
একটি আকুল শিহরণ হয়ে তাকে স্পর্শ করে
একটি রৌপ্য-স্বচ্ছ শীতলতা অপেক্ষা করছিলো,
তার দেহ ঘিরে।

বাগানের মাধবীর মতো সে কম্পমান
প্রদোষের অতলতাকে প্রশ্ন করেছিলো,
"মৃত্যু কাকে বলে? সময় এবং ইচ্ছাকে হারিয়েই
আমরা মৃত্যুর উৎসব করি।"
এ-কথা বলে যখন সে গোলাপের কুঁড়িকে
নাড়া দিলো—
তখন হঠাৎ রাজহাঁসগুলো পালকের রেশম ছড়িয়ে
পুকুরে খেলা করলো।
আমি তার কটিতট বেষ্টন করে কাছে নিলাম
যেমন করে সুপক্ক আম্রভারণত শাখাকে কাছে টানি।
শস্যের বিপুল শোভায়, ঘন বৃষ্টির উৎসাহে
আমাদের আলগ্ন দেহ প্রেমে কম্পমান হল।
তৃপ্তির নির্জীবতায় সে ভেজা মাটি আঘ্রাণ করে
দিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করলো।
এখন বয়সের প্রান্তে সে একটি অভিসারের অন্তরাল ;
কিন্তু বৃষ্টি সমস্ত স্মৃতির উজ্জ্বলতাকে বহন করে
নদীতে-ডোবায় সমুদ্র-সৈকতে চিরদিন অজস্র
সন্তরণকে ছড়িয়ে দেয়
এবং একটি প্রেমের বেদনার কথা বলে।
আমার দেহ তখন মাটিতে, লতায় ও বৃষ্টিতে
ঢেকে যায়
এবং হঠাৎ আমি একটি মৃত্যুর মধ্যে
কল্লোলিত হই।
সে সেদিন করনখে মাটিতে আঁচড় কেটেছিলো।

আমি ভেবেছিলাম সে বৃষ্টির অন্ধকারে
সূর্যকে এঁকেছে,
যে সূর্য আগামীকাল ঊষালগ্নে
কথা বলবে।
আমরা দুজন স্নায়ু-চেতনার সূর্যরশ্মিতে
বসন্তকে আঘ্রাণ করেছিলাম।
এবং ভেবেছিলাম আমরা
চিরকাল যৌবনময় থাকবো।

সেগুন গাছের বড় বড় পাতায় বৃষ্টির সন্ধ্যা
বিদায়কালের দৃষ্টিপাতের মতো বৃষ্টিবিন্দুর
অপরিমেয় মুক্তা,
রক্তের নির্জনতায় শেষপ্রান্তে একটি
অপরিচয়ের জিজ্ঞাসা—
"তুমি কি কখনও আমাকে ডেকেছিলে?
না আমি তোমাকে?"
উত্তর দিলাম—
"বৃষ্টি তার জীবনকে খুঁজেছিলো—
যে জীবন চিরদিন অজস্র আলগ্নতায়
ধানের শীষ ছুঁয়ে কম্পমান—
আমরা তাকে হয়তো সাহায্য করেছিলাম,
এখন এখানে আমরা অপরিচয়ের সন্ধ্যায়
কেউ কারও নই।"

কবিতা—১

সেদিন রাত্রে চাঁদকে কুয়াশার মধ্যে
মনে হয়েছিলো
দুধে-ভরা খুব বড় একটি পেয়ালার মতো
সামনে গাছের পাতায় উথলে-পড়া
ঘোলাটে আলো
বিবর্ণ হতাশায় কাঁপছিলো
কিছুদূর অগ্রসর হতেই—রাস্তার পাশে
গৃহস্থের বাড়ী
সেখানে কয়েকটি গাভী স্তব্ধ কুয়াশায়
চাঁদের মতোই শীতল বিশ্রামে
বিমর্ষ এবং মলিন
যেন নিষ্পাপ অবিবাহিত কয়েকটি মেয়ে
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে
অপরিসীম ক্লান্তিতে শুয়ে আছে—
সেদিনের সম্মোহিত অন্ধকারে
আমার কিছুই করবার ছিলোনা—
শুধু ভাবছিলাম—
হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে॥

কবিতা—২

অজস্র হাত উঠেছে আকাশে
তরঙ্গের, ছায়ার, ধোঁয়ার—
গাছের পাতার, যেখানে
একটি অন্ধ পাখী
বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে—
যখন সে ক্লান্ত হবে
গান গেয়ে
তখন সব গাছ যদি নুয়ে যায়,
বাতাস তার আঙ্গুল দিয়ে
কোনও কিছুকে যদি ধরতে না পারে
তখন নদীর তীরে
সন্তাপ ভুলবার আশায়
অন্ধকারের ফল কুড়োতে থাকবো॥

প্রতিদিন কাঠের চৌকাটে পা রেখে
ঘরের অন্ধকারকে দেখি—
বাতি জ্বালি এবং দেয়ালে টিকটিকি
নির্বিকার চৈতন্যে অগ্রসর—
যদি পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করতে পারতাম
আমার শরীরে শেওলা জমতো
ঘাসের শেকড়গুলো কথা বলতো
কনকনে শীতল বাতাস আমার বাহু
ছুঁয়ে যেতো
গাছের পাতাগুলো সাপের জিভের মতো
কাঁপতো
এবং একটি অতল নিমগ্নতায় গুহাগাত্র
আলোকিত হতো॥

কবিতা—৪

সমুদ্রের আলোর তরঙ্গে
কত শঙ্খ-ঝিনুক
বালুকা-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে
তারা আর পথ খুঁজে পায়না
যদি তারা লতা হতে পারতো
অথবা গাছ
অথবা পাহাড়
যে পাহাড় আকাশের মেঘে
হারিয়ে যায়—
যার মাটি পুরোপুরি পাথর হয়নি
শাবল দিয়ে খুঁড়লে যে-মাটি
একটি গন্ধের প্রসন্ন সময়
বাতাসে ছড়ায়
যে সব পুরুষ এবং রমণীরা
এখনও জন্মগ্রহণ করেনি
তাদের জন্য একটি প্রত্যাসন্ন প্রবোধ ঃ
সব সৌন্দর্যই একটি নিমীলিত
বীজের মতো—
কখনও লতা হবে
কখনও হয়তো অনেক
শাখার গাছ॥

লালন প্রকাশনীর অন্যান্য বই

সানাউল হকের কবিতা
একটি ইচ্ছা সহস্র পালে
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
পদাতিক
মীর মাহবুব আলীর
মুক্তিযুদ্ধের আলেখ্য
দুর্জয় ঘাঁটি
মোহাম্মদ তোহা খানের
রহস্যময় সুন্দরবনের
ইতিহাস ও ভ্রমণকাহিনী
রূপসী সুন্দরবন

লালন প্রকাশনী
২৬২, বংশাল রোড, ঢাকা-১

অনেক ঘনিষ্ঠতায়

হঠাৎ ভালোলাগা আবার হয়তো
নিস্পৃহ থাকা
পৃথিবীর অসংশয়িত সঞ্চয়ে
কারো প্রতি অবিচার না করা
অতিরিক্ত বন্যাও নয়, না অতিরিক্ত আগুন
হাতের মুঠোয় ধানগাছ ধরার মতো
এক আশ্চর্য প্রগলভতা—

জীবনের প্রান্তর অথবা সূর্যের মাঠ
অথবা অবাক রাত্রিতে তারার পালক
অনেক রঙের আকাশ-সমুদ্র
যেখানে কণ্ঠস্বর অনেক কণ্ঠস্বর
এবং হয়তো শুধুই কণ্ঠস্বর
সবুজের নির্ভরতায় শিশিরের শরীর
পৃথিবীর সব কিছু
এক দুই তিন অনেক গণনায়
একবার প্রবাল, আর একবার বৃষ্টি
হঠাৎ একবার বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি
অপরিসীম ঘনিষ্ঠতায় চৈত্রের শালবন
এবং অপর্যাপ্ত শালিক চড়ুই

অপরিহরণীয় কোনো রাত্রিতে
যদি জেগে উঠি
অপ্রমেয় আনন্দের বিভব নিয়ে
তা হলে আমি তার সভাকবি
হব না—
সমস্ত পরমাণুর নিবিড়তায়
আমি পাথর হব

হয়তো আগামী জন্মে
(যদি জন্মান্তর থাকতো)
আমি গাছের পাতা হ'তাম
অথবা পাতার মতো প্রজাপতি
কিন্তু এখন অন্ধকার রাত্রির
নিশ্চিন্ততায়
অনেক প্রাণের নিবিড়তায়
আমি একখণ্ড পাথর
আকাশে মাটিতে প্রকৃতির ঋদ্ধিতে
অজস্র প্রাণের নিবিড়তায়
এবং ঘনিষ্ঠতায়
আমি পাতা অথবা পাখী
অথবা গান না হ'য়ে
একখণ্ড পাথর হয়েছি॥

তুমি

তোমার মন এবং তুমি
পদ্মানদী
অনেক নৌকো, ভাঙা কথা
কল্পনা
তোমাকে ছুঁয়ে গেছে
এবং হয়তো জ্ঞানের অনেক
প্রদীপ
কখনো মাটির গন্ধ
কখনো ভেজা-পাট
কখনো কাঠের
এবং হয়তো অনেক গল্প
সমুদ্রের
অনেক জাহাজ ডুবলো
অনেক আর্তনাদ
অনেক চাঁদ অতলে হারালো
কিন্তু চিরকাল তুমি নিশ্চিন্ত
প্রশ্রয়ের গান
পরিহার্য একনিষ্ঠতার অট্টহাস॥

রমণী

দিইনি কখনো
তোমারে স্বপ্ন
যার সংরাগে
আমারে চিনেছ,
বিভাজিত ছায়া
সর্ব হৃদয়—
আমিতো স্বপ্ন দেখিনি।

যে অচেনা তুমি
ছড়িয়ে রেখেছ
স্নায়ুতটে আর
দেহের ভাষায়,
তার সংগ্রহে
সময় সবাই
উষালগ্নের শেষে।

বক্ষবৃন্তে
দুটি কালো চোখ
হঠাৎ যেন বা
দেহের সাগর,
আমার তোমার
বক্ষে আকুল
যেন বা কুসুম,
ছায়ায় বাতাসে
তোমার চলায়।

লঘুভার দেহ
ছড়ালো রাগিণী,

কেশের আড়ালে
মেঘ হয়ে এলো,
সংযোগে সেই
সময় উতল,
তার বেদনায়
একটি আবেশে ভাসা।

সীমারেখা নেই
ভিত্তিবিলীন,
অসংশয়ের
নিশ্বাস-গতি,
বাতাসের সাড়া
আমি আর তুমি
একাকারে নিঃশেষ।

স্পর্শের তাপ
তোমার ওষ্ঠে
সিক্ত রসনা
নিষ্ঠুর রাত ;
নগ্ন কণ্ঠে
সচকিত কল্লোল।

তুমি রেখে গেলে
অনেক সাগর,
খর-তরঙ্গ,
শিরায় প্রদীপ,
সিক্ত শোভায়
দেহের গভীরে
উচ্চারণ॥

তোমার দেহে আগুন

সূর্যের কাছে ভেসেছিলাম,
চাঁদের কাছেও,
সমস্ত মেঘ সংবাদ নিয়ে এসেছিলো।
এক সময়ে অতর্কিতে সমুদ্র শব্দ করেছিলো,
পোতাশ্রয়ের জাহাজগুলো
মোহানা ছেড়ে অতল বারিধির
কল্লোল শুনছিলো।
আমাদের দেহ মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলো
ঘাস-মাটি-সাগরের গন্ধ নিয়ে
অসম্ভবকে দেখেছিলাম—
তোমার নিঃশ্বাসে রক্তের প্রজাপতি ভেসে এলো
তরঙ্গিত পদক্ষেপে হরিণ এলো,
তুমি আমার আশ্রয়ের সরোবর হলে।
সে-সরোবরে আদিগন্ত আগুন।
অনির্বাণ বিস্ময়ের সাগর তুমি—
বিস্ময়ের, বিক্ষোভের, প্রবাহের।
অনন্ত-বয়সী পৃথিবীর অধিপতি আমি
তোমার নিরাবরণ তরঙ্গকে স্পর্শ করেছিলাম।
একটি ক্রুদ্ধ পাখীর পক্ষ-সঞ্চালনের মতো
তোমার বক্ষ কম্পমান,
আমি তখন সূর্য হয়ে
তোমার আতপ্ত দেহে আগুন জ্বেলেছি।
একটি সংলগ্ন ইচ্ছায় প্রেমকে
আকাশ করেছিলাম,
এবং তার ছায়ায়
সরোবরে যখন আগুন জ্বললো,
তখন আমার শব্দহীন চিন্তাগুলো
মাছ হয়ে তোমার চুলে খেলা করলো,
একটি বিচ্ছুরিত আলোর চৈতন্যে
তোমার চোখে কথা দেখলাম॥

আমার মৃতদেহ

সারাদিনের ক্লান্তি স্বপ্নে আমার সঙ্গে
দেখা ক'রতে এলো ঃ
রাতের ঘনিষ্ট অন্ধকারে স্বপ্ন দেখলাম—
ভীষণ সমুদ্রের প্রান্তরে
এবং দিগন্তের বিহ্বলতায়,
একটি আকাশের তাপদগ্ধতায়,
গোপন পরিচয়ের নির্জনতায়,
ভয়ে, বেদনায়, মৃত্যুতে
আমার মৃতদেহ আমাকে অনুসরণ করলো—
আমি পর্বতচূড়ায়, উপত্যকায়,
সৈকতে, অন্ধগুহায়,
বিশৃঙ্খল পদক্ষেপে
অসম্ভব ভয়ে আত্মগোপনের
আশা করলাম,
কিন্তু পৃথিবীর পুঞ্জীভূত ক্লান্তিতে
ক্রমান্বয়ে নিশ্বাস বন্ধ হ'ল
চারিদিক থেকে আমার মৃতদেহ—
হাহাকার অট্টহাস্যে আমাকে
ঘিরে দাঁড়ালো।
সমস্ত পুরাতন কণ্ঠস্বর শুনলাম—
তৈল-প্রদীপের, গৃহ-চূড়ার, নবজাতকের, নারীর
তাদের—যারা মরতে চায়নি ;
প্রত্যাবর্তনের শব্দ শুনলাম
যাদের মৃত্যু একাকার হ'য়ে
আমার মৃত্যু হ'ল,
সকলের মৃতদেহ আঘ্রাণ করলাম,
তাদের জীবিতকালের কণ্ঠস্বর
আবৃত্তি করলাম।

কি পেলাম

অনবরত সম্ভাষণে বিদায় বিচিত্র হ'ল,
নির্বাচনের প্রতিরোধে একটি মাত্র কণ্ঠ
শ্যামলে উচ্চকিত হ'ল,
দেহের বেদনায় একবার বার্চ, এল্‌ম,
অনেকবার সিগারেটের ধোঁয়া,
একবার গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দ,
হোটেলে অন্তরাল নিয়ে শূন্য হ'লাম।

শূন্যতায় কি পেলাম—গান না শব্দ?
না কোন এক শতাব্দীর ইতিহাসের
নিমীলিত চোখ?
না সিক্ততার মোক্ষণ কোনও এক
একাকী রাত্রে?

হৃদয়ের তাপ কি বিশ্বাসে আসবে?
না হঠাৎ দেহের স্বাদ-গন্ধের মধ্যে—
স্বপ্নের পদক্ষেপে যেখানে দয়িতা
পাখী হ'ল, লাল-নীল রং হ'ল—
পাহাড় থেকে প'ড়ে যাবার অনুভূতিতে
শুকনো পাতা হ'ল?
আমি বিসদৃশ শয্যার চিন্তায় কিছুই পেলাম না,
এবং হঠাৎ যতটুকু পেলাম—
কি পেলাম?

বৃষ্টির মধ্যে সে

এবং সে যখন বৃষ্টির মধ্যে তখন সময়
একটি আকুল শিহরণ হয়ে তাকে স্পর্শ করে
একটি রৌপ্য-স্বচ্ছ শীতলতা অপেক্ষা করছিলো,
তার দেহ ঘিরে।

বাগানের মাধবীর মতো সে কম্পমান
প্রদোষের অতলতাকে প্রশ্ন করেছিলো,
"মৃত্যু কাকে বলে? সময় এবং ইচ্ছাকে হারিয়েই
আমরা মৃত্যুর উৎসব করি।"
এ-কথা বলে যখন সে গোলাপের কুঁড়িকে
নাড়া দিলো—
তখন হঠাৎ রাজহাঁসগুলো পালকের রেশম ছড়িয়ে
পুকুরে খেলা করলো।
আমি তার কটিতট বেষ্টন করে কাছে নিলাম
যেমন করে সুপক্ক আম্রভারণত শাখাকে কাছে টানি।
শস্যের বিপুল শোভায়, ঘন বৃষ্টির উৎসাহে
আমাদের আলগ্ন দেহ প্রেমে কম্পমান হল।
তৃপ্তির নির্জীবতায় সে ভেজা মাটি আঘ্রাণ করে
দিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করলো।
এখন বয়সের প্রান্তে সে একটি অভিসারের অন্তরাল ;
কিন্তু বৃষ্টি সমস্ত স্মৃতির উজ্জ্বলতাকে বহন করে
নদীতে-ডোবায় সমুদ্র-সৈকতে চিরদিন অজস্র
সন্তরণকে ছড়িয়ে দেয়
এবং একটি প্রেমের বেদনার কথা বলে।
আমার দেহ তখন মাটিতে, লতায় ও বৃষ্টিতে
ঢেকে যায়
এবং হঠাৎ আমি একটি মৃত্যুর মধ্যে
কল্লোলিত হই।
সে সেদিন করনখে মাটিতে আঁচড় কেটেছিলো।

আমি ভেবেছিলাম সে বৃষ্টির অন্ধকারে
সূর্যকে এঁকেছে,
যে সূর্য আগামীকাল উষালগ্নে
কথা বলবে।
আমরা দুজন স্নায়ু-চেতনার সূর্যরশ্মিতে
বসন্তকে আঘ্রাণ করেছিলাম।
এবং ভেবেছিলাম আমরা
চিরকাল যৌবনময় থাকবো।

সেগুন গাছের বড় বড় পাতায় বৃষ্টির সন্ধ্যা
বিদায়কালের দৃষ্টিপাতের মতো বৃষ্টিবিন্দুর
অপরিমেয় মুক্তা,
রক্তের নির্জনতায় শেষপ্রান্তে একটি
অপরিচয়ের জিজ্ঞাসা—
"তুমি কি কখনও আমাকে ডেকেছিলে?
না আমি তোমাকে?"
উত্তর দিলাম—
"বৃষ্টি তার জীবনকে খুঁজেছিলো—
যে জীবন চিরদিন অজস্র আলগ্নতায়
ধানের শীষ ছুঁয়ে কম্পমান—
আমরা তাকে হয়তো সাহায্য করেছিলাম,
এখন এখানে আমরা অপরিচয়ের সন্ধ্যায়
কেউ কারও নই।"

কবিতা—১

সেদিন রাত্রে চাঁদকে কুয়াশার মধ্যে
মনে হয়েছিলো
দুধে-ভরা খুব বড় একটি পেয়ালার মতো
সামনে গাছের পাতায় উথলে-পড়া
ঘোলাটে আলো
বিবর্ণ হতাশায় কাঁপছিলো
কিছুদূর অগ্রসর হতেই—রাস্তার পাশে
গৃহস্থের বাড়ী
সেখানে কয়েকটি গাভী স্তব্ধ কুয়াশায়
চাঁদের মতোই শীতল বিশ্রামে
বিমর্ষ এবং মলিন
যেন নিষ্পাপ অবিবাহিত কয়েকটি মেয়ে
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে
অপরিসীম ক্লান্তিতে শুয়ে আছে—
সেদিনের সম্মোহিত অন্ধকারে
আমার কিছুই করবার ছিলোনা—
শুধু ভাবছিলাম—
হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে॥

কবিতা—২

অজস্র হাত উঠেছে আকাশে
তরঙ্গের, ছায়ার, ধোঁয়ার—
গাছের পাতার, যেখানে
একটি অন্ধ পাখী
বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে—
যখন সে ক্লান্ত হবে
গান গেয়ে
তখন সব গাছ যদি নুয়ে যায়,
বাতাস তার আঙ্গুল দিয়ে
কোনও কিছুকে যদি ধরতে না পারে
তখন নদীর তীরে
সন্তাপ ভুলবার আশায়
অন্ধকারের ফল কুড়োতে থাকবো॥

প্রতিদিন কাঠের চৌকাটে পা রেখে
ঘরের অন্ধকারকে দেখি—
বাতি জ্বালি এবং দেয়ালে টিকটিকি
নির্বিকার চৈতন্যে অগ্রসর—
যদি পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করতে পারতাম
আমার শরীরে শেওলা জমতো
ঘাসের শেকড়গুলো কথা বলতো
কনকনে শীতল বাতাস আমার বাহু
ছুঁয়ে যেতো
গাছের পাতাগুলো সাপের জিভের মতো
কাঁপতো
এবং একটি অতল নিমগ্নতায় গুহাগাত্র
আলোকিত হতো॥

কবিতা—৪

সমুদ্রের আলোর তরঙ্গে
কত শংখ-ঝিনুক
বালুকা-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে
তারা আর পথ খুঁজে পায়না
যদি তারা লতা হতে পারতো
অথবা গাছ
অথবা পাহাড়
যে পাহাড় আকাশের মেঘে
হারিয়ে যায়—
যার মাটি পুরোপুরি পাথর হয়নি
শাবল দিয়ে খুঁড়লে যে-মাটি
একটি গন্ধের প্রসন্ন সময়
বাতাসে ছড়ায়
যে সব পুরুষ এবং রমণীরা
এখনও জন্মগ্রহণ করেনি
তাদের জন্য একটি প্রত্যাসন্ন প্রবোধ ঃ
সব সৌন্দর্যই একটি নিমীলিত
বীজের মতো—
কখনও লতা হবে
কখনও হয়তো অনেক
শাখার গাছ॥

লালন প্রকাশনীর অন্যান্য বই

সানাউল হকের কবিতা
একটি ইচ্ছা সহস্র পালে
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
পদাতিক
মীর মাহবুব আলীর
মুক্তিযুদ্ধের আলেখ্য
দুর্জয় ঘাঁটি
মোহাম্মদ তোহা খানের
রহস্যময় সুন্দরবনের
ইতিহাস ও ভ্রমণকাহিনী
রূপসী সুন্দরবন

লালন প্রকাশনী
২৬২, বংশাল রোড, ঢাকা-১